বণিক বার্তা
31 AUG 2026

চীনা বিনিয়োগে কাঁচামাল উৎপাদন ও রফতানি বাড়ানোই বাণিজ্য ঘাটতির যৌক্তিক সমাধান

মোহাম্মদ হাসান আরিফ
ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী (অতিরিক্ত সচিব), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা শুধু অর্থনৈতিক নয়, একটা কৌশলগত বিষয়ও আছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার প্রথম বিদেশ সফরের অংশ হিসেবে চীন সফর করেছেন। দুই দেশের সম্পর্ককে এখন বলা হচ্ছে 'সমন্বিত কৌশলগত সহযোগিতা অংশীদারত্ব' বা কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক কো-অপারেটিভ পার্টনারশিপ'। এর মধ্যে অবশ্যই ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়টিও চলে আসে।

তবে শুধু বাণিজ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমরা প্রায় ৮০ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছি, অথচ তার আগের বছরেও আমদানির অর্থমূল্য ছিল ১৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এক্ষেত্রে পার্থক্যটা খুব পরিষ্কার। কিন্তু আমাদের গুরুত্বটা শুধু এ ঘাটতি বা বাণিজ্য ভারসাম্যের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাবে না। এখানে একটা বিষয় অবশ্যই বোঝার আছে, সেটা হলো বাংলাদেশের পুরো রফতানি খাতও কিন্তু চীন থেকে আমদানির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কাজেই বাংলাদেশের জন্য চীনের

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৪

সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের গুরুত্ব অন্যরকম।

অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে আমি এভাবে মূল্যায়ন করতে চাই যে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতিকে যদি আমরা আমলে নিই, তাহলে এটা নিয়ে শুধু চিন্তিত না হয়ে অর্থনৈতিক রূপান্তরে চীনের সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত।

আমরা সেটা কীভাবে করতে পারি? আমাদের রফতানি এখনো অনেকাংশে চীন থেকে আমদানির ওপর নির্ভরশীল। তৈরি পোশাক বলেন, ওষুধ বলেন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমরা চীন থেকে কাঁচামাল আনছি। সেগুলো দিয়ে পণ্য তৈরি করে আবার সারা পৃথিবীতে রফতানি করছি।

কাজেই আমরা যে কাঁচামালগুলো আমদানি করি, সেগুলো যদি চীনা বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশেই তৈরি করতে পারতাম, তাহলে একদিকে আমাদের উৎপাদন ও সরবরাহের সময় অনেক কমে যেত, বিশেষ করে গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে লজিস্টিক খরচও কমত। এতে আমাদের অর্থনীতিও আরো সুবিধাজনক অবস্থানে থাকত।

আমাদের এখন উচিত চীনা বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা, যাতে তারা বাংলাদেশে আমাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলো উৎপাদন করেন। আমরা সেগুলো আমাদের রফতানি পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করতে পারি। প্রয়োজনে চীনা বিনিয়োগকারীরা এসব পণ্য চীনসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও রফতানি করতে পারেন। বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়টি বিবেচনায় নিলে এটা সবচেয়ে যৌক্তিক সমাধান। বলা যায়, আমাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য এটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গগুলোর একটি হতে পারে।

জাতিসংঘ সাম্প্রতিক সময়ে যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহের তথ্য প্রকাশ করেছে, সেখানে দেখা যায়, ২০১৯ থেকে ২০২৪—এ পাঁচ বছরে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহ গড়ে মাত্র ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার।

অথচ বাংলাদেশের প্রায় ১০ ভাগের এক ভাগ আকারের অর্থনীতি কম্বোডিয়ায় এ সময়ে বিনিয়োগ হয়েছে ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার। এ বিনিয়োগ কোথা থেকে আসছে, তা সহজেই বোঝা যায়। এর ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায়, আমেরিকান অ্যাপারেল মার্কেটে বাংলাদেশ বা চীনের প্রায় সবার রফতানি নেতিবাচক বা ঋণাত্মক। অথচ কম্বোডিয়া প্রবৃদ্ধিতে আছে।

কম্বোডিয়ার রফতানি পণ্যের প্রায় সব অংশই চীনে তৈরি হয়। তারা হয়তো একটি ধাপ বা সামান্য অংশ কম্বোডিয়ায় উৎপাদন করে, একটা ট্যাগ লাগিয়ে আমেরিকান মার্কেটে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রবৃদ্ধিও বাংলাদেশের চেয়ে ভালো। এই যে ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ তারা আকৃষ্ট করে নিয়ে যাচ্ছে, এটা হয়তো বাংলাদেশেও আসতে পারত। আমরা এটাকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের অর্থনীতিতে অনেক বড় একটা প্রভাব পড়ত।

আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, এখানে চীনা বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো ভৌত অবকাঠামো ছিল কিনা, তাদের প্রতি আমাদের সেই আগ্রহ ছিল কিনা, কিংবা আমরা তাদের যথাযথভাবে স্বাগত জানিয়েছি কিনা। এসব বিষয় নিয়ে গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

আমাদের দুর্বলতা ছিল। কারণ চীন বিনিয়োগের গন্তব্য খুঁজেছে। এমন নয় যে তারা বাংলাদেশে আসেনি। তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খুঁজেছে, এখানে এসেছে। আমাদের এখানে হয়তো তারা সাড়া না পেয়েই কম্বোডিয়ায় গেছে।

এখন আমাদের নতুন সুযোগ এসেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী চীন সফর করে এসেছেন। তিনি সফর করে আসার ঠিক ওই মাসেই, জুনে আমরা চীনের কুনমিংয়ে চায়না-সাউথ এশিয়া এক্সপোজিশনে গিয়েছিলাম। সেই সময় 'বাংলাদেশ ডে'তে বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে আমরা একটি ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরামের আয়োজন করেছিলাম। অর্ধেক দিন ছিল বাণিজ্যের ওপর এবং অর্ধেক দিন ছিল বিনিয়োগের ওপর।

সেখানে প্রায় ২০০ চীনা ব্যবসায়ী যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের শুধু একটি বিষয়ই মনে হয়েছে, চীনা বিনিয়োগকারীরা প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগযোগ্য অর্থ নিয়ে বসে আছেন, বিনিয়োগের গন্তব্য খুঁজছেন এবং তারা বাংলাদেশেও আসতে চান। এ সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

আমরা যদি তাদের স্বাগত জানাতে পারি, বাংলাদেশে আনতে পারি, তাহলে আমাদের রফতানি বাড়বে, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সুসংহত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। চীনা বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আমাদের অর্থনীতির বর্তমান কাঠামোটাই পরিবর্তিত হতে পারে।

তবে সেই সুযোগকে আমাদের দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগাতে হবে। তাদের যদি বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারি, তাদের প্রযুক্তি, বিশেষত বিনিয়োগ ও আর্থিক শক্তিমত্তাকে যদি বাংলাদেশের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে চীনা বিনিয়োগ আমাদের অর্থনৈতিক রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

চীনে রফতানি বৃদ্ধির জন্য আমাদের কার্যক্রম ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শুধু হংকং ও চীনেই আগামী বছর আমরা ৬টি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করব।

বণিক বার্তা
31 AUG 2026

অশুল্ক বাধা কমানো যাবে চীনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাড়িয়ে

ড. মোস্তফা কে মুজেরী
নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের চিত্রটি বেশ জটিল। চীনের বিশাল অর্থনীতি ও এর অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি, বিপুল জনসংখ্যা এবং দ্রুতবর্ধনশীল বিশাল বাজার বাংলাদেশের পণ্য রফতানির জন্য এক চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে একটি বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক রয়েছে, বাংলাদেশ এমন সব পণ্য উৎপাদন করে যা চীনের বাজারে সহজে এবং প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রি করা সম্ভব কিনা। তবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বিশেষত তৈরি পোশাক শিল্পের প্রসারের ফলে বিগত দুই দশকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য দ্রুত বেড়েছে।

আশির দশকে বাংলাদেশ যখন তার অর্থনীতিকে উদারীকরণের পথে নিয়ে যেতে শুরু করে, তখন থেকেই দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। চীন থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বেড়েছে; কয়েক দশক আগে তা ১০০ কোটি ডলারেরও কম ছিল। বর্তমানে সেটি বেড়ে ২০২৫ সালে ২ হাজার ৫৯০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে চীন বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার এবং বাংলাদেশের মোট আমদানির ৪০ শতাংশেরও বেশি আসে চীন থেকে। এর বিপরীতে চীনে বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম। চীনের 'এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট' (এপিটিএ)-এর আওতায় শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে রফতানি প্রবৃদ্ধি অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ। যদিও অতি সম্প্রতি চীনে বাংলাদেশের রফতানি ১০০ কোটি ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে, তবে সামগ্রিক বাণিজ্যের চিত্রটি চীন থেকে আমদানির আধিক্যের কারণে ভারসাম্যহীন হয়ে আছে। ফলে বাস্তবে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যে বিশাল ঘাটতি রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন থেকে বাংলাদেশের বার্ষিক আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের মধ্যে; অথচ একই সময়ে চীনে দেশটির রফতানির পরিমাণ বছরে ১২০ কোটি বিলিয়ন ডলারের নিচে সীমাবদ্ধ ছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান ম্যানুফ্যাকচারিং খাতগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বৃহত্তম উৎস হলো চীন। বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামালের ৮০ শতাংশেরও বেশি চীন থেকে আসে। চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানীকৃত পণ্যের তালিকায় রয়েছে যন্ত্রপাতি ও শিল্প-সরঞ্জাম; বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক পণ্য; সুতা, কাপড় ও আনুষঙ্গিক উপকরণ; রাসায়নিক ও সার; লোহা ও ইস্পাতজাত পণ্য; প্লাস্টিক ও কাঁচামাল এবং বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য। অন্যদিকে, বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেক কম বৈচিত্র্যের পণ্য চীনে রফতানি করে; এর মধ্যে রয়েছে সীমিত পরিমাণে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য, কৃষিপণ্য এবং সীমিত পরিসরে ওষুধ। তৈরি পোশাক রফতানির বিষয়টি বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে এ কারণে যে চীনে বাংলাদেশের মোট রফতানির ৮০ শতাংশেরও বেশি জুড়ে রয়েছে তৈরি পোশাক—অথচ চীন নিজেই বিশ্বের বৃহত্তম পোশাক রফতানিকারক দেশ। যদিও চীন বাংলাদেশের জন্য বিপুলসংখ্যক পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা দিয়েছে, তবুও সীমিত রফতানি সক্ষমতা এবং কেবল পোশাক রফতানির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার কারণে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে এ সুবিধাগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হিমশিম খেয়েছে। চীনের অনুকূলে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের বৈচিত্র্যের অভাব। এছাড়া চীনা বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের গুণমান উন্নয়ন ও বাজার প্রবেশের সুযোগ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে তীব্র প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করতে হয়।

নিঃসন্দেহে চীনের সঙ্গে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের বিষয়। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের সূচনা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য সংরক্ষণবাদ বাধা অপসারণের পর থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি একটি সাধারণ বৈশ্বিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এটি স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশের মতো ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি সামাল দেয়া কঠিন চ্যালেঞ্জের বিষয়। বিপুলসংখ্যক পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও চীনে বাংলাদেশের রফতানি খুব একটা বৃদ্ধি না পাওয়ার একটি বড় কারণ 'অশুল্ক বাধা'। এর মধ্যে অনেক বাধাই দূর করা সম্ভব। এর মধ্যে যেগুলো উল্লেখযোগ্য তা হলো খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে দুবার ল্যাবরেটরি পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা এবং পরীক্ষার ফলাফল পেতে দীর্ঘসূত্রতা দূর করা।

চীনে রফতানি বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে একটি বিস্তারিত ও সময়াবদ্ধ কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের আওতায় এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, বিশেষায়িত পাটপণ্য, আইটি আউটসোর্সিং এবং উচ্চমানের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মতো সম্ভাবনাময় পণ্যগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে যেসব খাত এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি বা নতুনভাবে বিকশিত হচ্ছে, সেগুলোর ওপর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। কৃষি প্রক্রিয়াজাত ও সামুদ্রিক পণ্যকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, কারণ চীন ক্রমেই সামুদ্রিক খাদ্যের আমদানি বাড়াচ্ছে এবং ফলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। চীন যেহেতু তাদের অভ্যন্তরীণ চামড়া প্রক্রিয়াকরণ বা ট্যানিং কার্যক্রম কমিয়ে আনছে, তাই তাদের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশের চামড়া খাতটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হতে পারে। এছাড়া পাট ও পরিবেশবান্ধব পণ্যও রফতানির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে উঠে আসতে পারে—বিশেষ করে চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের 'জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন' (জিআই) বা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য এবং বৈচিত্র্যময় পাটপণ্য তৈরির ক্ষেত্রে, যা চীনের পরিবেশবান্ধব বা 'গ্রিন' উদ্যোগগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একইভাবে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ চীনের স্বাস্থ্যসেবা বাজারে 'অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস' (এপিআই) এবং প্রস্তুতকৃত চিকিৎসা সরঞ্জাম রফতানির ক্ষেত্রে জোরালো সম্ভাবনা গড়ে তুলতে পারে। এর পাশাপাশি আইটি আউটসোর্সিং, ডিজিটাল অর্থনীতির সেবা এবং 'নীল অর্থনীতি' বা সমুদ্র-অর্থনীতিভিত্তিক পণ্যের মতো উদীয়মান খাতগুলোকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। হালকা প্রকৌশল ও ম্যানুফ্যাকচারিং

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৪

খাতে, ইলেকট্রনিকস, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য চীন-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগকে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, যাতে উৎপাদিত পণ্যগুলো চীনে পুনরায় রফতানি করা যায়। চীনের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের সুবিধা কাজে লাগিয়ে রফতানিযোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বাড়াতে এ উদ্যোগগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো চীনের গুণগত মানদণ্ড বা মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং এসব খাতে চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণে সাফল্য অর্জন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে রফতানিমুখী শিল্পে আরো বেশি চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং লজিস্টিকস, মানদণ্ড পরিপালন ও পণ্যের বৈচিত্র্যকরণের উন্নয়নই হবে চীনে রফতানি বাড়ার মূল চালিকাশক্তি। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে আনোয়ারায় কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে প্রায় ৭৮৩ একর জমির ওপর সরকারি পর্যায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে 'চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চল' (সিইআইজি) প্রতিষ্ঠার সাম্প্রতিক উদ্যোগটি দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি চীনা ও অন্যান্য বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে, যা একই সঙ্গে চীনে রফতানি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।

সামগ্রিকভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে

স্থিতিশীল বলে বিবেচিত হয়, কারণ এগুলো একটি চুক্তিবদ্ধ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, যা রফতানি সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রণোদনা জোগায়। একতরফা বাণিজ্যের বিপরীতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অশুল্ক বাধা দূর করার বিধান থাকে এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি গভীরতর অর্থনৈতিক সংহতি, বাণিজ্য সহজীকরণ, মানদণ্ডের সামঞ্জস্য বিধান এবং পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ ও চীন উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার কাঠামো হিসেবে একটি 'কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট' (সেপা) বা 'ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি'র বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। এ চুক্তিতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের যৌথ লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এতে পারস্পরিকভাবে সম্মত সব খাতকে শামিল করা যেতে পারে; পাশাপাশি উভয় দেশ একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অথবা সেপা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও নির্ধারণ করতে পারে।

বিশেষ করে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার সম্পর্ক বর্তমানে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ব্যাপক। চীন যখন এ অঞ্চলে তার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছে এবং মূলত 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই)-এর মাধ্যমে এশীয় সংযোগ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিচ্ছে, তখন 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক' (এআইআইবি)-এর মতো উদ্যোগগুলোতে তারা বিপুল সম্পদ কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে, যা সম্ভবত অন্যান্য আর্থিক উৎসের তুলনায় অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখবে। চীনের নিজস্ব

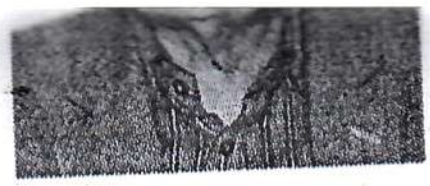

সম্ভব কিনা। তবে [illegible] ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বিশেষত তৈরি পোশাক শিল্পের প্রসারের ফলে বিগত দুই দশকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য দ্রুত বেড়েছে।

আশির দশকে বাংলাদেশ যখন তার অর্থনীতিকে উদারীকরণের পথে নিয়ে যেতে শুরু করে, তখন থেকেই দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। চীন থেকে বাংলাদেশে পণ্য আমদানির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বেড়েছে; কয়েক দশক আগে তা ১০০ কোটি ডলারেরও কম ছিল। বর্তমানে সেটি বেড়ে ২০২৫ সালে ২ হাজার ৫৯০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে চীন বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার এবং বাংলাদেশের মোট আমদানির ৪০ শতাংশেরও বেশি আসে চীন থেকে। এর বিপরীতে চীনে বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম। চীনের 'এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট' (এপিটিএ)-এর আওতায় শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে রফতানি প্রবৃদ্ধি অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ। যদিও অতি সম্প্রতি চীনে বাংলাদেশের রফতানি ১০০ কোটি ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে, তবে সামগ্রিক বাণিজ্যের চিত্রটি চীন থেকে আমদানির আধিক্যের কারণে ভারসাম্যহীন হয়ে আছে। ফলে বাস্তবে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যে বিশাল ঘাটতি রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন থেকে বাংলাদেশের বার্ষিক আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের মধ্যে; অথচ একই সময়ে চীনে দেশটির রফতানির পরিমাণ বছরে ১২০ কোটি বিলিয়ন ডলারের নিচে সীমাবদ্ধ ছিল।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান ম্যানুফ্যাকচারিং খাতগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বৃহত্তম উৎস হলো চীন। বাংলাদেশের বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামালের ৮০ শতাংশেরও বেশি চীন থেকে আসে। চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানীকৃত পণ্যের তালিকায় রয়েছে যন্ত্রপাতি ও শিল্প-সরঞ্জাম; বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক পণ্য; সুতা, কাপড় ও আনুষঙ্গিক উপকরণ; রাসায়নিক ও সার; লোহা ও ইস্পাতজাত পণ্য; প্লাস্টিক ও কাঁচামাল এবং বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য। অন্যদিকে, বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেক কম বৈচিত্র্যের পণ্য চীনে রফতানি করে; এর মধ্যে রয়েছে সীমিত পরিমাণে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য, কৃষিপণ্য এবং সীমিত পরিসরে ওষুধ। তৈরি পোশাক রফতানির বিষয়টি বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে এ কারণে যে চীনে বাংলাদেশের মোট রফতানির ৮০ শতাংশেরও বেশি জুড়ে রয়েছে তৈরি পোশাক—অথচ চীন নিজেই বিশ্বের বৃহত্তম পোশাক রফতানিকারক দেশ। যদিও চীন বাংলাদেশের জন্য বিপুলসংখ্যক পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা দিয়েছে, তবুও সীমিত রফতানি সক্ষমতা এবং কেবল পোশাক রফতানির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার কারণে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে এ সুবিধাগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হিমশিম খেয়েছে। চীনের অনুকূলে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশের রফতানি পণ্যের বৈচিত্র্যের অভাব। এছাড়া চীনা বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের গুণমান উন্নয়ন ও বাজার প্রবেশের সুযোগ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে তীব্র প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করতে হয়।

নিঃসন্দেহে চীনের সঙ্গে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগের বিষয়। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের সূচনা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্য সংরক্ষণবাদ বাধা অপসারণের পর থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি একটি সাধারণ বৈশ্বিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এটি স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশের মতো ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি সামাল দেয়া কঠিন চ্যালেঞ্জের বিষয়। বিপুলসংখ্যক পণ্যের ক্ষেত্রে [illegible] সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের আওতায় এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, বিশেষায়িত পাটপণ্য, আইটি আউটসোর্সিং এবং উচ্চমানের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের মতো সম্ভাবনাময় পণ্যগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে যেসব খাত এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি বা নতুনভাবে বিকশিত হচ্ছে, সেগুলোর ওপর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। কৃষি প্রক্রিয়াজাত ও সামুদ্রিক পণ্যকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, কারণ চীন ক্রমেই সামুদ্রিক খাদ্যের আমদানি বাড়াচ্ছে এবং ফলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। চীন যেহেতু তাদের অভ্যন্তরীণ চামড়া প্রক্রিয়াকরণ বা ট্যানিং কার্যক্রম কমিয়ে আনছে, তাই তাদের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশের চামড়া খাতটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হতে পারে। এছাড়া পাট ও পরিবেশবান্ধব পণ্যও রফতানির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে উঠে আসতে পারে—বিশেষ করে চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের 'জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন' (জিআই) বা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য এবং বৈচিত্র্যময় পাটপণ্য তৈরির ক্ষেত্রে, যা চীনের পরিবেশবান্ধব বা 'গ্রিন' উদ্যোগগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একইভাবে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ চীনের স্বাস্থ্যসেবা বাজারে 'অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস' (এপিআই) এবং প্রস্তুতকৃত চিকিৎসা সরঞ্জাম রফতানির ক্ষেত্রে জোরালো সম্ভাবনা গড়ে তুলতে পারে। এর পাশাপাশি আইটি আউটসোর্সিং, ডিজিটাল অর্থনীতির সেবা এবং 'নীল অর্থনীতি' বা সমুদ্র-অর্থনীতিভিত্তিক পণ্যের মতো উদীয়মান খাতগুলোকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। হালকা প্রকৌশল ও ম্যানুফ্যাকচারিং

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৪

খাতে, ইলেকট্রনিকস, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য চীন-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগকে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, যাতে উৎপাদিত পণ্যগুলো চীনে পুনরায় রফতানি করা যায়। চীনের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের সুবিধা কাজে লাগিয়ে রফতানিযোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ বাড়াতে এ উদ্যোগগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো চীনের গুণগত মানদণ্ড বা মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং এসব খাতে চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণে সাফল্য অর্জন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে রফতানিমুখী শিল্পে আরো বেশি চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং লজিস্টিকস, মানদণ্ড পরিপালন ও পণ্যের বৈচিত্র্যকরণের উন্নয়নই হবে চীনে রফতানি বাড়ার মূল চালিকাশক্তি। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে আনোয়ারায় কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে প্রায় ৭৮৩ একর জমির ওপর সরকারি পর্যায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে 'চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চল' (সিইআইজি) প্রতিষ্ঠার সাম্প্রতিক উদ্যোগটি দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি চীনা ও অন্যান্য বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে, যা একই সঙ্গে চীনে রফতানি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করবে।

সামগ্রিকভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তবে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম নীতিগত লক্ষ্য। এ ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব হলে অবকাঠামো উন্নয়ন, ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ, ঋণ ও কারিগরি সহযোগিতা এবং 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই)-এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে চীনের অবদান বাণিজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরো সুদৃঢ় হবে।

তাছাড়া 'দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা'-এর কাঠামোর আওতায় বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করা উভয় দেশের জন্যই পারস্পরিকভাবে লাভজনক হতে পারে। উল্লেখ্য, এ সহযোগিতা ব্যবস্থাটি পারস্পরিক সুবিধা, একে অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, যৌথ প্রবৃদ্ধির সুযোগ এবং কোনো শর্তারোপ না করার মতো নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এছাড়া 'উন্নয়ন চুক্তি'-এর এ আধুনিক ধারণাটি এমন এক উন্নয়ন সহায়তার ব্যবস্থা করে, যা পাঁচটি ভিন্ন স্তরে কাজ করে: বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন, ঋণ সুবিধা এবং অনুদান। স্বাভাবিকভাবেই চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পৃক্ততা বাণিজ্যসহ উল্লিখিত পাঁচটি ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক সহযোগিতার জন্য একটি বড় চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়তার জন্য একটি সামগ্রিক কাঠামো প্রদান করবে। উভয় দেশের মধ্যে এ ধরনের পারস্পরিক সম্পৃক্ততা বাণিজ্যসহ পাঁচটি ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক সহযোগিতার জন্য একটি বড় আকর্ষণ হিসেবেও কাজ করবে, যা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিক সহায়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে। কার্যকারিতার দিক থেকে বিবেচনা করলে উন্নয়নের এ নতুন সমঝোতাটি যৌথ দায়বদ্ধতার নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি প্রক্রিয়া; এর মাধ্যমে উভয় দেশ নিজেদের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালাতে পারবে। এ সমঝোতা বাংলাদেশকে অধিকতর সহায়তা ও উন্নত বাজার সুবিধা লাভের প্রচেষ্টায় সহায়তা করবে।

বাণিজ্য নীতি বিশ্লেষকরা প্রায়ই যুক্তি দেন যে 'গ্লোবাল ট্রেড অ্যানালাইসিস প্রজেক্ট' (জিটিএপি) মডেলের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) যেকোনো দুই দেশের বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সমাধানে সহায়ক হতে পারে। চীনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য বেশকিছু সুবিধা থাকতে পারে, যেমন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত সুবিধাগুলো অধিকতর স্থিতিশীল বলে বিবেচিত হয়, কারণ এগুলো একটি চুক্তিবদ্ধ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, যা রফতানি সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রণোদনা জোগায়। একতরফা বাণিজ্যের বিপরীতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অশুল্ক বাধা দূর করার বিধান থাকে এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি গভীরতর অর্থনৈতিক সংহতি, বাণিজ্য সহজীকরণ, মানদণ্ডের সামঞ্জস্য বিধান এবং পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ ও চীন উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার কাঠামো হিসেবে একটি 'কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট' (সেপা) বা 'ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি'র বিষয়ে আলোচনা করতে পারে। এ চুক্তিতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের যৌথ লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এতে পারস্পরিকভাবে সম্মত সব খাতকে শামিল করা যেতে পারে; পাশাপাশি উভয় দেশ একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অথবা সেপা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও নির্ধারণ করতে পারে।

বিশেষ করে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার সম্পর্ক বর্তমানে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ব্যাপক। চীন যখন এ অঞ্চলে তার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছে এবং মূলত 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই)-এর মাধ্যমে এশীয় সংযোগ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিচ্ছে, তখন 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক' (এআইআইবি)-এর মতো উদ্যোগগুলোতে তারা বিপুল সম্পদ কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে, যা সম্ভবত অন্যান্য আর্থিক উৎসের তুলনায় অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখবে। চীনের নিজস্ব ভূরাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে এসব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চীনে বাংলাদেশের রফতানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকেও সহায়তা জোগাবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক—উভয় পর্যায়েই নীতিগত সামঞ্জস্যের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে উত্তরণের পথে শিল্প খাতে (বিশেষত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে) বিনিয়োগই সম্ভবত বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আন্তঃখাত সংযোগ বা 'লিঙ্কেজ' সৃষ্টি করবে। এ প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে উন্নয়ন করিডোর এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে (এসইজেড) 'গ্রোথ পোল' বা প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সমন্বিত করা। এর মাধ্যমে অবকাঠামো, আইনি ও নীতিগত কাঠামো, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থায়নের মতো বিষয়গুলোতে, যা বেসরকারি বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে বিবেচিত—বিভিন্ন খাতে একই সঙ্গে ও সমন্বিতভাবে বিনিয়োগের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের জন্য তুলনামূলক সুবিধাযুক্ত নির্দিষ্ট খাতগুলোর বিকাশে উপায় খুঁজে বের করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাজারের সঙ্গে ও বাজারের অভ্যন্তরে সংযোগ জোরদার এবং রফতানিচালিত প্রবৃদ্ধির সুফল ঘরে তোলা—বাংলাদেশের জন্য এখন অত্যন্ত জরুরি। স্বাভাবিকভাবেই অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরো টেকসই নীতি-প্রক্রিয়া গড়ে তোলা হলে তা বেসরকারি খাতের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশকে বেশকিছু বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখতে হবে। যেমন কীভাবে প্রতিযোগিতামূলক উপায়ে সর্বোত্তম অবকাঠামো সেবা প্রদান করা সম্ভব এবং নির্দিষ্ট কোনো অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বেসরকারি খাত ও অন্যান্য অংশীজনকে সর্বাধিক কার্যকর ও দক্ষভাবে সম্পৃক্ত করতে সরকার কী ধরনের কৌশল বা ব্যবস্থা (যেমন আর্থিক, নিয়ন্ত্রণমূলক ও অংশগ্রহণমূলক) গ্রহণ করতে পারে। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এমন একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত উদ্যোগ চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কের পূর্ণ সুফল লাভের পথও প্রশস্ত করবে।

লেখক: নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম), ঢাকা

প্রথম আলো

31 AUG 2026

হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিতে দুই হাজার কোটি টাকার তহবিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য ও মৎস্য খাতের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে দুই হাজার কোটি টাকার একটি নতুন প্রাক্-অর্থায়ন (প্রি-ফাইন্যান্সিং) তহবিল গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেন, উচ্চ মজুত ব্যয়, কোল্ড-চেইন পরিচালনার বিপুল খরচ এবং স্বল্প সুদে চলতি মূলধনের ঘাটতি মেটাতে এ খাতের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তিন বছর মেয়াদি এই তহবিল গঠন করেছে।

এ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ গতকাল রোববার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে দেশের সব তফসিলি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহীদের বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছে।

সুদ কত, কারা পাবে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, ঘোষিত তহবিলের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সর্বোচ্চ সুদহার নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ শতাংশ। এর বিপরীতে অংশগ্রহণকারী তফসিলি ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৪ শতাংশ সুদে প্রাক্-অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

তফসিলি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে হিমায়িত চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং রেডি-টু-কুক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে যুক্ত উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ঋণসুবিধা পাবে। তবে ব্যাংক-কোম্পানি আইন অনুসারে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত কোনো ঋণগ্রহীতা বা প্রতিষ্ঠানকে এই তহবিলের আওতায় কোনো ঋণ দেওয়া যাবে না। একই সঙ্গে ইডিএফ, ইএফপিএফ কিংবা কৃষিভিত্তিক প্রাক্-অর্থায়নের মতো সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্য কোনো তহবিল থেকে সুবিধা চলমান থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো একই খাতের জন্য এ তহবিল থেকে আবারও অর্থায়ন পাবে না।

নীতিমালা অনুযায়ী, প্রাক্-অর্থায়ন তহবিলের ঋণপ্রবাহকে মূলত একাধিক খাতে ভাগ করা হয়েছে। হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কারখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ কোটি টাকা পর্যন্ত মেয়াদি ঋণ পাওয়া যাবে। অন্যদিকে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য মেয়াদি ঋণ হিসেবে সর্বোচ্চ ২০ কোটি টাকা সুবিধা নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে এক বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে সাত বছর। আর সংস্কার বা আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে এক বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ পরিশোধের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর।

এ ছাড়া কাঁচামাল ক্রয়, চুক্তিভিত্তিক চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদান ও ইউটিলিটি বিল পরিশোধের মতো চলতি মূলধন মেটাতে প্রতিষ্ঠানের টার্নওভারের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া যাবে। চলতি মূলধনের মেয়াদ এক বছর হলেও ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক হলে তা সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হবে।

সৌরবিদ্যুতে আরও ঋণ মিলবে

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, পরিবেশবান্ধব শিল্প গঠন ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। কোনো কারখানা যদি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করতে চায়, সে ক্ষেত্রে মূল প্রকল্পের ঋণের বাইরে অতিরিক্ত সর্বোচ্চ পাঁচ কোটি টাকা (বা মূল ঋণের ৩০ শতাংশ) ঋণসুবিধা পাবে। তবে শর্ত হিসেবে তহবিল গ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দুই বছরের মধ্যে তাদের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার অন্তত ১৫ শতাংশ সৌরবিদ্যুৎ থেকে মেটানোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া কারখানায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

The Business Standard
31 AUG 2026

AI monitoring boosts RMG productivity by up to 25%

RMG – BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Some see success while others planning to introduce similar technology

Bangladeshi readymade garment exporters are increasingly installing artificial intelligence-driven Internet of Things (IoT) devices on their production lines to boost productivity and maintain global competitiveness.

Some factories have installed the technology on part of their production lines, while others have connected every sewing machine to the system. Industry sources said a significant number of major export-oriented factories are planning to introduce similar technology.

Factory owners and officials said the systems can increase productivity by providing real-time information on production, machine performance and defects, with some factories reporting gains of up to 25% compared with manual monitoring.

Factories currently using such systems include Snowtex Group in Dhamrai, Fatullah Apparels in Narayanganj, Team Group in Savar, a Yunusco Group factory in Adamjee EPZ, and Sparrow Group in Bhaluka, Mymensingh. Some have introduced the systems partially.

An IoT-based production monitoring system was first introduced at the production stage by Fatullah Apparels in late 2020, according to industry sources.

I SEE PAGE 2 COL 3

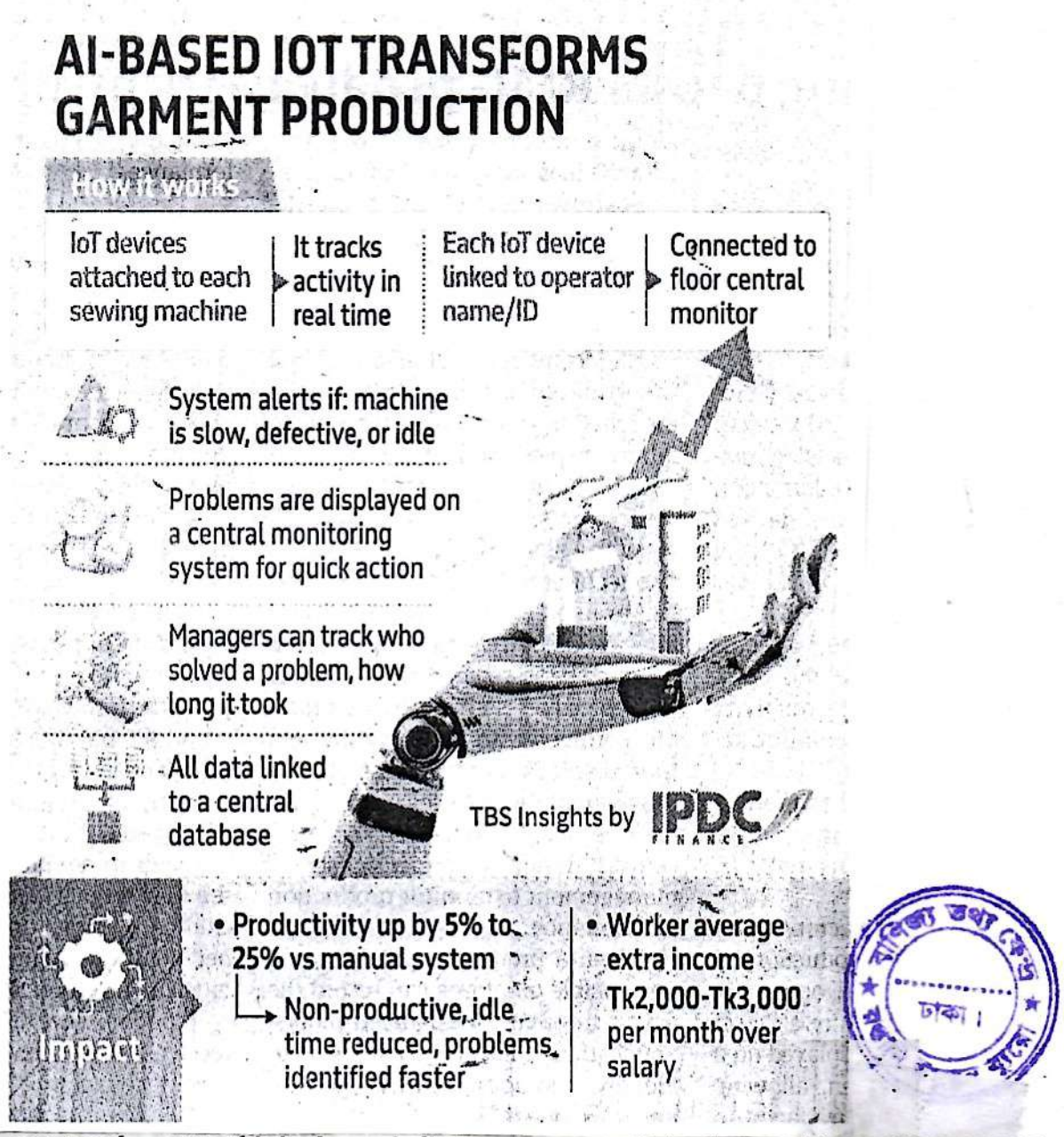

CONTINUED FROM PAGE 1

Snowtex leads large-scale adoption

Snowtex Group appears to have introduced the technology on the largest scale among the factories contacted by The Business Standard.

During a visit to a Snowtex factory in Dhamrai last week, IoT devices were seen attached to sewing machines across the production floor. Company officials said the devices have been in use since 2023 on all around 10,000 sewing machines across its factories.

SM Khaled, managing director of Snowtex Group, said the company had observed a productivity increase of up to 25% after introducing the system.

"Our observation is that productivity has increased by up to 25% compared with the manual system," he said.

The system allows factory managers to see real-time production by individual machines and operators. If a machine slows down or a defect occurs, the problem is displayed on a

increase in productivity compared with the manual system," he said.

Sparrow plans to install the devices on all its sewing machines by 2027, he said, adding that the system is used to monitor both productivity and quality.

Ha-Meem Group, DBL Group, Urmi Group and Fakir Fashions are among the other major exporters planning to introduce production monitoring systems, industry sources said.

How the system works

The technology connects an IoT device to each sewing machine, with the relevant operator's name and identification number linked to the system.

Devices on each production floor are connected to a central system that displays production data. At Snowtex, the devices across its factories are also connected to a central database, allowing senior management to monitor production performance.

When a problem is resolved, the responsible employee can record the action through a designated mobile

cause this is also an indicator of performance."

Workers receive production incentives

The introduction of digital monitoring is also being accompanied by more specific production targets and incentive schemes for workers.

Factories are setting hourly production targets for operators, with production incentive bonuses offered to workers who meet or exceed their targets. The bonuses are assessed based on production performance and defect rates.

Afizul, a Snowtex worker, said the introduction of PIB had created an opportunity for workers to earn an additional Tk2,000 to Tk3,000 a month on average.

Sharmin Akter, an operator at the factory, said she earns around Tk2,000 a month in additional bonuses after the new targets were introduced. Including overtime and other benefits, her monthly earnings have reached as much as Tk28,000, she said.

Workers with higher defect rates

Interviews with workers produced mixed responses. One worker at a Dhaka factory said her hourly production target had increased from 28-30 pieces to 35 pieces after the introduction of the monitoring system.

Another worker said the pressure had increased somewhat but that she is satisfied because the system allows her to earn additional money at the end of the month.

Snowtex's SM Khaled rejected the argument that the technology increases workers' workload.

"When a problem occurs, we can identify whether it is caused by a machine, a guide or something else and resolve it quickly," he said. "This increases production, but it does not create additional pressure on workers."

A senior IT official at Team Group also said the system is designed to make better use of non-productive and idle time by identifying and resolving problems quickly rather than increasing workers' workload.

REYAD HOSSAIN

Some see success while others planning to introduce similar technology

Bangladeshi readymade garment exporters are increasingly installing artificial intelligence-driven Internet of Things (IoT) devices on their production lines to boost productivity and maintain global competitiveness.

Some factories have installed the technology on part of their production lines, while others have connected every sewing machine to the system. Industry sources said a significant number of major export-oriented factories are planning to introduce similar technology.

Factory owners and officials said the systems can increase productivity by providing real-time information on production, machine performance and defects, with some factories reporting gains of up to 25% compared with manual monitoring.

Factories currently using such systems include Snowtex Group in Dhamrai, Fatullah Apparels in Narayanganj, Team Group in Savar, a Yunusco Group factory in Adamjee EPZ, and Sparrow Group in Bhaluka, Mymensingh. Some have introduced the systems partially.

An IoT-based production monitoring system was first introduced at the production stage by Fatullah Apparels in late 2020, according to industry sources.

SEE PAGE 2 COL 3

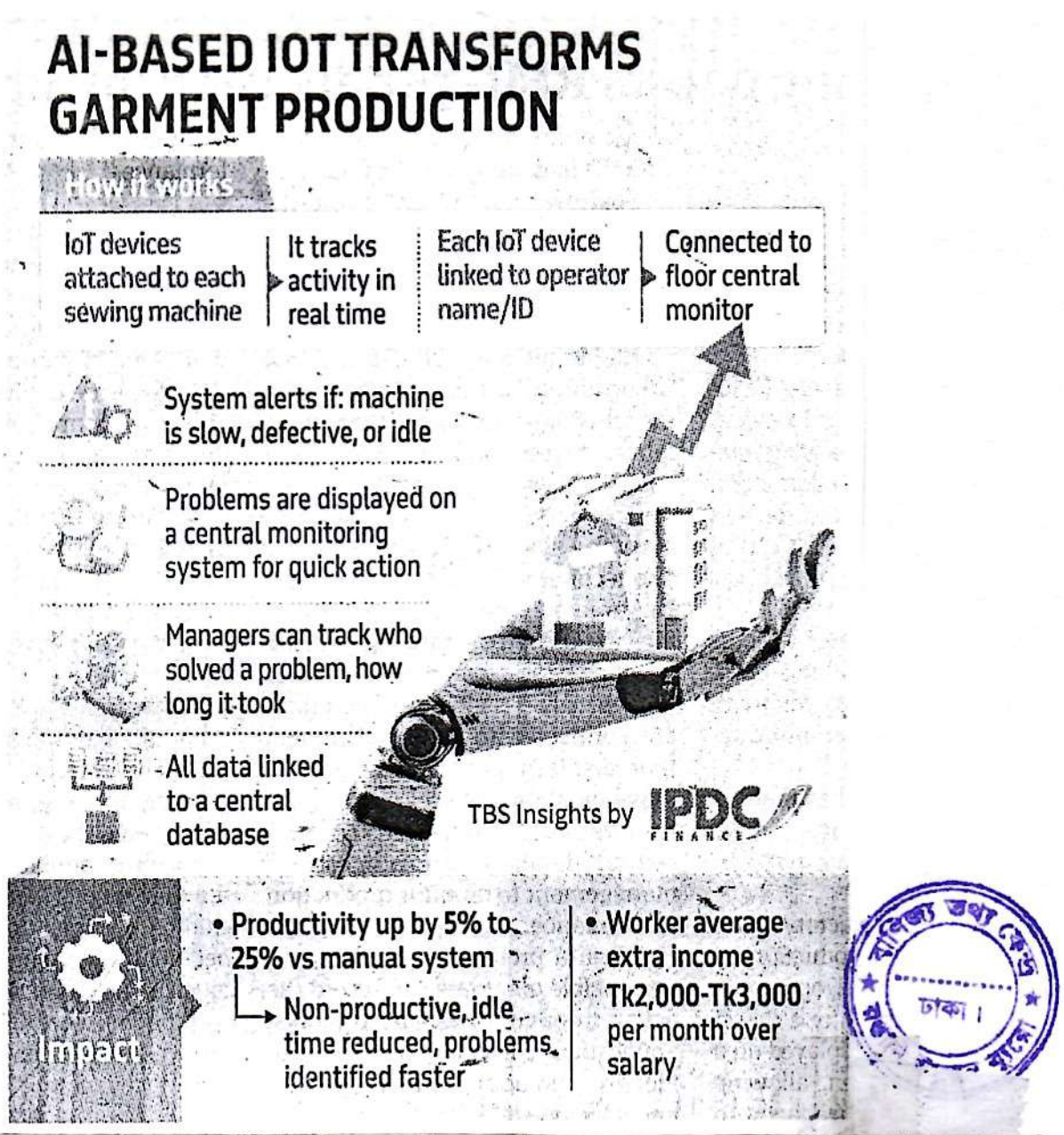

CONTINUED FROM PAGE 1

Snowtex leads large-scale adoption

Snowtex Group appears to have introduced the technology on the largest scale among the factories contacted by The Business Standard.

During a visit to a Snowtex factory in Dhamrai last week, IoT devices were seen attached to sewing machines across the production floor. Company officials said the devices have been in use since 2023 on all around 10,000 sewing machines across its factories.

SM Khaled, managing director of Snowtex Group, said the company had observed a productivity increase of up to 25% after introducing the system.

"Our observation is that productivity has increased by up to 25% compared with the manual system," he said.

The system allows factory managers to see real-time production by individual machines and operators. If a machine slows down or a defect occurs, the problem is displayed on a central monitoring screen, allowing line chiefs or production managers to take action quickly.

Officials said the system can also identify whether a problem is linked to a particular machine or operator. This allows managers to respond more quickly and reduce downtime.

Others follow suit

Sparrow Group began using the system about six months ago. The company, which exports around $350 million a year, has installed the devices on about half of its sewing machines, said its Managing Director Shovon Islam.

"We have observed a 5% to 10% increase in productivity compared with the manual system," he said.

Sparrow plans to install the devices on all its sewing machines by 2027, he said, adding that the system is used to monitor both productivity and quality.

Ha-Meem Group, DBL Group, Urmi Group and Fakir Fashions are among the other major exporters planning to introduce production monitoring systems, industry sources said.

How the system works

The technology connects an IoT device to each sewing machine, with the relevant operator's name and identification number linked to the system.

Devices on each production floor are connected to a central system that displays production data. At Snowtex, the devices across its factories are also connected to a central database, allowing senior management to monitor production performance.

When a problem is resolved, the responsible employee can record the action through a designated mobile application. This allows managers to identify who addressed the problem and how long it took to resolve.

Factory officials and experts said the exact devices and software differ according to the needs of individual factories, although their basic functions are broadly similar.

An IT specialist at a factory, speaking on condition of anonymity, said the system has reduced the time needed to identify and resolve production-floor problems.

"Under the manual system, it took time to identify a problem on a production floor, and resolving it could also be delayed," the specialist said. "Now, when a problem occurs, there is competition to respond quickly because this is also an indicator of performance."

Workers receive production incentives

The introduction of digital monitoring is also being accompanied by more specific production targets and incentive schemes for workers.

Factories are setting hourly production targets for operators, with production incentive bonuses offered to workers who meet or exceed their targets. The bonuses are assessed based on production performance and defect rates.

Afizul, a Snowtex worker, said the introduction of PIB had created an opportunity for workers to earn an additional Tk2,000 to Tk3,000 a month on average.

Sharmin Akter, an operator at the factory, said she earns around Tk2,000 a month in additional bonuses after the new targets were introduced. Including overtime and other benefits, her monthly earnings have reached as much as Tk28,000, she said.

Workers with higher defect rates receive lower incentive bonuses, according to factory officials.

Labour leaders raise concerns over pressure

Labour leaders, however, argue that technology-driven productivity targets could increase pressure on workers.

Nazma Akter, executive director of Awaj Foundation, said workers could be expected to produce more than their physical capacity as factories adopt new technologies in the name of industrial engineering and higher productivity.

She argued that the additional incentives were insufficient to compensate workers for the increased pressure.

Interviews with workers produced mixed responses. One worker at a Dhaka factory said her hourly production target had increased from 28-30 pieces to 35 pieces after the introduction of the monitoring system.

Another worker said the pressure had increased somewhat but that she is satisfied because the system allows her to earn additional money at the end of the month.

Snowtex's SM Khaled rejected the argument that the technology increases workers' workload.

"When a problem occurs, we can identify whether it is caused by a machine, a guide or something else and resolve it quickly," he said. "This increases production, but it does not create additional pressure on workers."

A senior IT official at Team Group also said the system is designed to make better use of non-productive and idle time by identifying and resolving problems quickly rather than increasing workers' workload.

Digitalisation seen as key to global competition

Fazlee Shamim Ehsan, president of the Bangladesh Employers Federation, said Bangladesh remains behind China, Vietnam, Indonesia and Cambodia in terms of productivity.

He said digitalisation is becoming essential for Bangladesh's garment industry to remain competitive with these countries.

According to Ehsan, worker efficiency is estimated at 40%-50% in Bangladesh, compared with 60%-70% in China and Vietnam.

"For our businesses to remain competitive, there is no alternative to implementing digitalisation in industry," he said.

The Business Standard
13 1 AUG 2026

Ease of doing business: NBR directs customs not to delay goods release unnecessarily

Key NBR directives

- Stop harassing during consignment examination
- Submit only NBR-required documents
- No manual resubmission of documents filed online
- Don't send low-risk consignment documents to senior officials
- Effective implementation of directives to be helpful: Businesses

NBR – BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

The National Board of Revenue has instructed customs authorities across the country to stop unnecessary harassment in the name of examining import and export consignments and avoid delays in releasing goods, responding to a long-standing demand from businesses.

The revenue board issued the directive to officials of all customs houses yesterday, outlining 13 specific instructions to simplify customs procedures.

Business leaders have welcomed the move, saying effective implementation at the field level could bring significant improvements in the ease of doing business.

Under the directive, businesses will not be required to submit documents beyond those stipulated under NBR rules. Documents submitted online will also not have to be submitted manually again. Customs officials have been instructed not to send documents of low-risk consignments to senior officials unnecessarily unless there is a specific instruction from the authority.

SEE PAGE 2 COL 4

CONTINUED FROM PAGE 1

A consignment should not undergo multiple physical examinations unless there is concrete information indicating duty evasion. Consignments should instead be selected for examination based on revenue risks, while the results of physical inspections should be used to determine whether further examination is necessary.

The directive also calls for avoiding unnecessary steps in customs assessment and coordinating with intelligence agencies to prevent repeated examinations.

Customs authorities have additionally been instructed to strengthen monitoring to prevent congestion at ports, expedite auction procedures and protect government revenue.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said, "If the NBR's decision is implemented at customs houses, genuine importers and exporters will benefit".

However, NBR officials said implementing the new instructions with existing capacity could be difficult and might create risks for revenue collection.

A senior Chattogram Customs House official, speaking to TBS on condition of anonymity, said the directive appeared to be based on an overly simplified view of the situation.

He said the ASYCUDA World software used to identify risk criteria for consignments is not properly implemented at customs houses other than Chattogram Custom House.

"This needs to be ensured at all customs houses first. But the directive has overlooked this issue," he said.

স্থানীয় তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
স্থানীয় উন্নয়ন বাংলা